মহান লেনিন ১০১ ২১ জানুয়ারি সমাবেশ মৃত্যু শতবর্ষে SUCI COMMUNIST

গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২২ সংখ্যা | ১৯ - ২৫ জানুয়ারি ২০২৪ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

“শ্রমিকদের এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে গেলে চলবে না যে, তাদের প্রয়োজন জ্ঞানের শক্তি। — লেনিন

অর্ধনির্মিত রামমন্দির উদ্বোধন ভোটের দিকে তাকিয়ে বলছেন শঙ্করাচার্যরাও

অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তার আগেই প্রধানমন্ত্রীর মতো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির হাতে মন্দির উদ্বোধনের তীব্র সমালোচনা করলেন শঙ্করাচার্য বলে পরিচিত ধর্মগুরুরা। পুরীর শঙ্করাচার্য স্বামী নিশ্চলানন্দ সরস্বতী সংবাদমাধ্যমকে জানান, এই উদ্বোধনে তিনি যাবেন না। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, এর উদ্দেশ্য রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি। তিনি বলেছেন, যা ছিল সন্ন্যাসী, ধর্মের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের কাজ, এখন তা করছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, “প্রধানমন্ত্রীর নিজের সীমার মধ্যে থেকে কাজ করা উচিত। সংবিধানসম্মত বিধি-নিষেধ পালন করা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব। এই বিধিকে উপেক্ষা করে নিজের প্রচারের চেষ্টা করা উচিত নয়।” বলেছেন, “সব ব্যাপারে দাদাগিরি করা এবং নেতৃত্ব দিতে যাওয়া প্রধানমন্ত্রীর কাজ নয়! এমন কাজ করা উন্মাদের লক্ষণ!” (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ জানুয়ারি, ২০২৪)

একই সুরে সমালোচনা করেন উত্তরাখণ্ডের জ্যোতিষ পীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী অভিমুক্তেশ্বরানন্দ সরস্বতী। তাঁর বক্তব্য, মন্দির উদ্বোধনে কোনও পরম্পরাও অনুসরণ করা হচ্ছে না। ভারতে রাজনৈতিক নেতা এবং ধর্মীয় নেতারা ছিলেন পৃথক। কিন্তু এখন রাজনৈতিক নেতারাই ধর্মীয় নেতা হয়ে যাচ্ছেন। এটা ভারতের ঐতিহ্যবিরোধী এবং রাজনৈতিক লাভের জন্যই তা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মন্দির সম্পূর্ণ নির্মাণের আগে তার অভিষেক হতে পারে না। এটা হিন্দু ঐতিহ্যের বিরোধী। (দ্য হিন্দু ১০-১-২০২৪)

আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন দ্বারকার সারদাপীঠের (গুজরাট) শঙ্করাচার্য স্বামী সদানন্দ সরস্বতী। কারণ মন্দির উদ্বোধন ঘিরে বিতর্ক রয়েছে। মন্দিরের দখল চলে যাচ্ছে ‘অ-ধার্মিক শক্তি’র হাতে। নষ্ট হচ্ছে পবিত্রতা! (দ্য টেলিগ্রাফ ১৩-১-২০২৪)

একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্ম হওয়া উচিত মানুষের ব্যক্তিগত

ছয়ের পাতায় দেখুন

লেনিনের দেখানো পথেই শোষণমুক্তি সম্ভব

২১ জানুয়ারি লেনিন মৃত্যুশতবর্ষের সমাপনী সমাবেশ সফল করুন

এ বছর ২১ জানুয়ারি বিশ্বের বুকে প্রথম শোষণবিহীন সমাজ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড লেনিনের ১০১তম মৃত্যুদিবস। এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) কেন্দ্রীয় কমিটি ডাক দিয়েছিল এই শতবর্ষকে যথাযথ গুরুত্ব সহ পালন করার মধ্য দিয়ে লেনিনের বিপ্লবী শিক্ষা শোষিত জনতার সামনে তুলে ধরার। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে দলের সমস্ত নেতা-কর্মী শ্রমিক-কৃষক সহ দেশের শোষিত শ্রমজীবী মানুষ, বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক মানুষ, বুদ্ধিজীবী— সবাইকে যুক্ত করে এই কর্মসূচি পালন করছেন। সারা দেশে গড়ে উঠেছে অজস্র ‘লেনিন মৃত্যুশতবার্ষিকী কমিটি’। এই কমিটিগুলিতে সমবেত হয়েছেন অসংখ্য বামপন্থী মানুষ, গণতান্ত্রিক মানুষ, শিক্ষক, চিকিৎসক, আইনজীবী সহ নানা স্তরের বুদ্ধিজীবীরা। তাঁরা সক্রিয় অংশ নিয়ে শতবর্ষ উদযাপনের কর্মসূচিকে সফল করার উদ্যোগ নিয়েছেন। অজস্র আলোচনা সভা হয়েছে। লেনিন ও রুশ বিপ্লবের ছবির প্রদর্শনী, লেনিনের মূল্যবান বক্তব্য থেকে উদ্ধৃতি প্রদর্শনী, লেনিনের গুরুত্বপূর্ণ বইগুলির ব্যক্তিগত এবং যৌথ পাঠ এবং তা নিয়ে চর্চা হয়েছে। মিছিল, স্কোয়াড, পথসভা হয়েছে। এই সব সভাগুলিতে শোষিত, নিপীড়িত মানুষ মন দিয়ে শুনেছেন শোষণ-অত্যাচার-বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথ কী।

যুগ যুগ ধরে দুনিয়ার নিপীড়িত অসহায় মানুষের মনে এই প্রশ্ন ধাক্কা দিয়েছে— ধনী-গরিবের পার্থক্য কি কোনও দিন ঘুচবে না? দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার কি কোনও দিন বন্ধ হবে না? মানুষে মানুষে সমানাধিকার কি কোনও দিন প্রতিষ্ঠিত হবে না? অসহায় নিপীড়িত মানুষের এই বেদনা মহান মানুষদের হৃদয়কে আলোড়িত করেছে। নানা ভাবে তাঁরা এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার প্রাণপাত চেষ্টা করেছেন, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যথার্থ উত্তর তাঁরা পাননি। সমস্যার সমাধানও করতে পারেননি।

যে আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে তাঁদের আবির্ভাব হয়েছিল, সেই পরিস্থিতিতে এইসব সমস্যার সমাধান সম্ভবও ছিল না। সমাজ

দুয়ের পাতায় দেখুন

লেনিন মৃত্যুশতবর্ষে

সমাবেশ

২১ জানুয়ারি

শহিদ মিনার ময়দান, বেলা ১টা

প্রধান বক্তা ঃ কমরেড প্রভাস ঘোষ

সভাপতি ঃ কমরেড অসিত ভট্টাচার্য

জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করে বিকল্প শিক্ষানীতি চালুর দাবিতে কর্ণাটকে শিক্ষা কনভেনশন। ১০ জানুয়ারি। সংবাদ পাঁচের পাতায়

ভেতরের পাতায়

- রাষ্ট্র ও বিপ্লব ঃ ভি আই লেনিন - পৃ. ৩
- জনগণকে অভিনন্দন বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র - পৃ. ৫
- কর্ণাটকে শিক্ষা কনভেনশনে বিকল্প শিক্ষানীতির দাবি - পৃ. ৫
- মানবাধিকার কর্মীদের খোলা চিঠি - পৃ. ৬

ধর্ষক-খুনিদের পাশে দাঁড়ানোটা কোন ধর্মাচরণ বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের!

বিলকিস বানোর ধর্ষণকারীদের সাজার মেয়াদ ফুরনোর আগেই কারামুক্তি দিয়েছিল গুজরাটের বিজেপি সরকার। গত ৮ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিয়েছে। ধর্ষণ ও গণহত্যার মতো চরম অপরাধে দণ্ডিত ১১ জন দুষ্কৃতীকে রক্ষা করতে গুজরাটের বিজেপি সরকার ও প্রশাসন কীভাবে মিথ্যাচার, আইনের অপব্যবহার ও আদালতকে প্রতারণা করেছে, তা উল্লেখ করে তাদের তীব্র নিন্দা করেছেন বিচারপতিরা। তাঁরা মন্তব্য করেছেন, বাস্তবে সেখানকার সরকার ও প্রশাসন অপরাধীদের সঙ্গে একযোগে এই অনৈতিক কাজ করেছে।

গুজরাট রাজ্যটিকে নিয়ে বিজেপির প্রচারের অন্ত নেই। ২৮ বছর ধরে একনাগাড়ে সরকারে থেকে হয় কথায় নয় কথায় এই রাজ্যটিকে মডেল হিসাবে তুলে ধরে তারা। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এবং সরকার ও প্রশাসনের এমন একটি হীন ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ্যে এসে যাওয়ার লজ্জায় তো বিজেপি নেতাদের মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ার কথা। মানুষ ভেবেছিল, নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর জন্য গুজরাটে দলের নেতা-মন্ত্রীদের নিন্দাটুকু অন্তত করবেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ দুঃখপ্রকাশ করবেন, কারণ ২০২২-এ অপরাধীদের মুক্তির বেআইনি ও চরম অনৈতিক সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়েছিল তাঁরই দফতর।

দুয়ের পাতায় দেখুন

কোন ধর্মাচরণ বিজেপি নেতা-মন্ত্রীদের

একের পাতার পর

কিন্তু সেসব কিছুই ঘটতে দেখা গেল না। বরং তাঁরা, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চূড়ান্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধন নিয়ে। নরেন্দ্র মোদি জানিয়ে দিয়েছেন, মন্দির উদ্বোধন উপলক্ষে নিজের মধ্যে 'দিব্য চেতনা' জাগিয়ে তুলতে ১১ দিন ধরে নানা ধর্মীয় ব্রত ও কঠিন নিয়ম পালন করবেন। চলবে উপবাস, জপ, ধ্যান, কৃচ্ছসাধনের পালা। সমস্যাসংকটে জেরবার দেশের জনসাধারণের সামনে 'পরম ধার্মিক' প্রধানমন্ত্রীর ছবি প্রচারে কোমর বেঁধে নেমেও পড়ুন ভক্তরাও। কিন্তু একটি প্রশ্নের জবাব দেবেন কি প্রধানমন্ত্রী? গণধর্ষিতা, চোখের সামনে শিশুকন্যাকে খুন হয়ে যেতে দেখা বিলকিস বানোকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করে সাজাপ্রাপ্ত ধর্ষক গণহত্যাকারীদের জেলমুক্ত করার যে ষড়যন্ত্র গুজরাটে তাঁর দল বিজেপি নিছক ভোটের স্বার্থে প্রায় সফল করে তুলেছিল, তা দেখে, সব কিছু জেনে চুপ করে থেকে, চরম সেই অপরাধকে নীরবে প্রশ্রয় দিয়ে কোন সততার পরিচয় তিনি রাখলেন, ধর্মের কোন নীতি এর দ্বারা পালন করলেন তিনি?

২০০২ সালে কুখ্যাত গুজরাট গণহত্যার সেই কালো সময়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীরা গণধর্ষণ করেছিল পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা বিলকিস বানোকে। পাথরে আছাড় মেরে থেঁতলে হত্যা করেছিল তাঁর শিশুকন্যাকে। চোখের সামনে বিলকিস খুন হতে দেখেছিলেন পরিবারের ১৪ সদস্যকে, যার মধ্যে নাবালক ছিল ৮ জন। কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ আর আদালতে এক অসমসাহসী লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে বানো ও তাঁর স্বামীকে। সঙ্গে ছিলেন তাঁদের আইনজীবী ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন প্রতিবাদী কিছু মানুষ। নিরপেক্ষ তদন্তে বাধা আসতে পারে, সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট করা হতে পারে বুঝেই তাঁদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ২০০৪ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই মামলা গুজরাট থেকে মহারাষ্ট্রে সরিয়ে নিয়ে যায়। সেই সময়ে গুজরাটে সরকারে ছিল বিজেপি, মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নরেন্দ্র মোদি। অবশেষে বহু টালবাহানার পর ২০০৮-এ ওই ১১ জন দুষ্কৃতীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ২০২২ সালের প্রথম দিকে এক আসামী কারামুক্তির আবেদন জানায়। সুপ্রিম কোর্ট গুজরাট সরকারকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলে। সামনে ছিল গুজরাটের বিধানসভা ভোট। এই অবস্থায় 'শত অপরাধ করলেও হিন্দুত্ববাদীরা নিরাপদ'— এই বার্তা দিয়ে হিন্দু ভোট টানতে রাজ্যের বিজেপি সরকার দ্রুত ওই ১১ জনের কারামুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে অমিত শাহের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। ২০২২-এর ১৫ আগস্ট গুজরাট সরকার মুক্তি দেয় দুষ্কৃতীদের। এরপর রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন জানানো হলে সুপ্রিম কোর্ট পুরো বিষয়টি নতুন করে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্তে আসে যে, এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে গুজরাটের বিজেপি সরকার দোষীদের শাস্তি মকুব করেছিল। মিথ্যা তথ্য দিয়ে আদালতের সঙ্গে প্রতারণাও করা হয়েছিল। এই অবস্থায় কারামুক্তির সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

মনে পড়ে যায় ২০২২-এর স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদির সেই ভাষণের কথা। সেদিন 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে' ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নারী-মর্যাদা রক্ষায় সঙ্কল্প নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অথচ সেদিনই তাঁর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের সায় নিয়ে গুজরাটে তাঁর দলেরই সরকার মুক্তি দিয়েছিল ধর্ষক-গণহত্যাকারী হিন্দুত্ববাদী অপরাধীদের। চরম নির্যাতিতা এক মহিলাকে রক্ষার বদলে নির্মম অপরাধীদের রক্ষায় রাজ্যের সরকার ও প্রশাসনের বিপুল উদ্যোগে এগিয়ে আসা, আইন ভেঙে, মিথ্যাচার করে দুষ্কৃতীদের মুক্ত করে আনা— এর চেয়ে বড় অধর্ম আর কী হতে পারে!

উগ্র হিন্দুত্ববাদী দুষ্কৃতীদের জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে বিজেপি-ঘনিষ্ঠ বিশ্বহিন্দু পরিষদের সদস্যরা যখন তাঁদের মালা পরিয়ে, মিষ্টি খাইয়ে স্বাগত জানাচ্ছিলেন, তখন চুপ ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দল বিজেপির বিধায়ক যখন এই জঘন্য অপরাধীদের 'সংস্কারী ব্রাহ্মণ' বলে প্রশংসা করেছিলেন, তখনও তিনি প্রতিবাদ করেননি। এবারেও সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সারা দেশে যখন তোলপাড় উঠে গেছে, তখনও তিনি নিশ্চুপ। হায় রে, একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েও যিনি ধর্ষিতা নারীর সুবিচার পাওয়ার ব্যবস্থা করেন না, একজন প্রধানমন্ত্রী হয়েও যিনি প্রকারান্তরে দুষ্কৃতীদের পক্ষে দাঁড়ান, তিনিই আজ উপবাস জপ তপ করে দেশের মানুষের সামনে নিজেকে পরম ধার্মিক বলে প্রতিপন্ন করতে চাইছেন! এর চেয়ে বড় অধর্ম আর কী হতে পারে!

তবে এই অন্ধকারেও আলোর রেখা দৃশ্যমান। ভণ্ড-ধার্মিকতার এই প্রতারণায় আর ভাষণের বড় বড় বুলিতে গোটা দেশের মানুষকে ভুলিয়ে রাখা যায়নি, যাবে না। তাই বিলকিস বানোর ন্যায়বিচার পাওয়ার লড়াইতে তাঁর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়েছেন এ দেশের হাজার হাজার মানুষ। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বিলকিস। এই শুভবুদ্ধিই মিথ্যাচারী প্রতারকদের প্রতিরোধের প্রধান অস্ত্র। এই অস্ত্রকে শান দিয়ে আরও ধারালো, আরও সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করে তোলাটাই আজ সময়ের আহ্বান।

লেনিন মৃত্যুশতবর্ষের সমাপনী সমাবেশ

একের পাতার পর

বিকাশের একটা নির্দিষ্ট স্তরে এসে এই প্রশ্নের, এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হল। মানুষের জ্ঞানজগতের সামনে এই সত্য প্রতিভাত হল যে অসাম্যের উৎস শ্রেণিশোষণ। একমাত্র এই শ্রেণিশোষণের অবসানের মধ্যে দিয়েই দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার বন্ধ করা সম্ভব। আর এই শ্রেণিশোষণ বন্ধ করা যাবে যদি উৎপাদন উপকরণের উপর ব্যক্তিমালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা যায়। অর্থাৎ সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উৎখাত করে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো কায়েম করে শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজের দিকে এগোনো যায়।

এঙ্গেলস বলেছেন, 'এতদিন মানুষ পরলোকে স্বর্গ পাওয়ার কল্পনা করেছে। আমরা সেই স্বর্গ এই মাটির পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠা করতে চাই।' এই স্বর্গ বলতে এঙ্গেলস শোষণহীন সমাজব্যবস্থার কথা বলেছেন— যেখানে সমস্ত রকম শোষণ-নিপীড়ন থেকে মুক্ত হয়ে মানুষের বিকাশের সমস্ত বন্ধ রাস্তাগুলি খুলে যাবে। অধিকাংশ মানুষ মনে করেছিলেন, এই কথাগুলি সঠিক, কিন্তু সত্যিই কি দুঃখ-দারিদ্রের অবসান সম্ভব! কিন্তু রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রমাণ করল— এ সম্ভব। এই মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গ কায়েম করা যায়। আর তা পারবে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণি। ইতিহাসের চালিকাশক্তি হিসাবে এই দায়িত্ব তার কাঁধেই বর্তেছে।

মার্ক্স-এঙ্গেলস বললেন, সমাজতন্ত্র কোনও ব্যক্তিমানুষের শুভ ইচ্ছার ফল নয়। কোনও কল্পনাপ্রসূত চিন্তাও নয়। সমাজবিকাশের নিয়মেই সমাজতন্ত্র অবশ্যম্ভাবী। কারও ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৃষ্টি নির্ভর করে না। বললেন, আমরা সমাজ বিকাশের ধারাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুধাবন করতে পারি, তার যথার্থ চরিত্র বুঝে তার বিকাশ ত্বরান্বিত করতে পারি এবং সমাজের বিপ্লবী রূপান্তর ঘটানোর ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারি। বিজ্ঞানসম্মত, ইতিহাসসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মার্ক্স দেখালেন, সভ্যতার অগ্রগতির পথে পুঁজিবাদ আজ প্রধান বাধা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। ফলে তাকে বিপ্লবের আঘাতে অপসারিত করতে হবে। আর এই বিপ্লবের অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে পুঁজিবাদ নিজের অভ্যন্তরেই সৃষ্টি করেছে। এই শক্তিই হল শ্রমিক শ্রেণি।

পুঁজিবাদের শোষণ অত্যাচারের হাত থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করে তার অপ্রতিহত বিকাশের দুয়ার খুলে দেওয়ার দায়িত্ব আজ শ্রমিকশ্রেণির কাঁধে বর্তেছে। ইতিহাস নির্ধারিত এই দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণিকে পালন করতেই হবে। মার্ক্স আরও দেখালেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল সমস্যা হল, এখানে উৎপাদনের চরিত্র সামাজিক, কিন্তু মালিকানা ব্যক্তিগত। এই সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধান হল উৎপাদন যন্ত্রের উপর সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা। মার্ক্স বললেন, শ্রমিকশ্রেণিই হল সেই শক্তি যার নেতৃত্বে অন্য সমস্ত শ্রমজীবী জনগণ সংগঠিত হবে এবং পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে কায়েম করবে সমাজতন্ত্র। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণি এ কাজ করতে পারবে না যদি না সঠিক বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়।

মার্ক্স এঙ্গেলস লেনিনের শিক্ষাকে আরও বিকশিত করে ভারতের শ্রমিক শ্রেণির সামনে বিপ্লবের সঠিক রাস্তাকে তুলে ধরেছেন যিনি, সেই মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ দেখালেন, "শুধু বিপ্লব চাই— এটা কোনও বিপ্লবী চেতনা নয়। তাই শ্রমিক শ্রেণি, সর্বহারার কথা আমি চিন্তা করি এটাও কোনও সর্বহারা শ্রেণিচেতনা নয়। সঠিক বিপ্লবী চেতনা হল, সঠিক সর্বহারা শ্রেণিচেতনা, আর সঠিক সর্বহারা শ্রেণিচেতনা হল সঠিক পার্টিচেতনা— অর্থাৎ আপনারা সঠিক বিপ্লবী পার্টি চিনতে পেরেছেন কি না।"

আজ ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে দেখা যাবে— শ্রেণি-বৈষম্য বাড়তে বাড়তে বীভৎস আকার নিয়েছে। একদিকে সীমাহীন দারিদ্র, অন্য দিকে আকাশছোঁয়া বৈভব। ২০২৩ সালের অক্সফ্যাম রিপোর্ট বলছে, মাত্র ৫ শতাংশ নাগরিকের হাতে জমা হয়েছে দেশের মোট সম্পদের ৬০ শতাংশ। আর নিচের তলার ৫০ শতাংশ মানুষের জন্য জুটেছে তার মাত্র ৩ শতাংশ। এই হিসেবই দেখাচ্ছে, ২০২০ থেকে '২২ সালের মধ্যে ভারতে শতকোটিপতির সংখ্যা ১০২ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৬। দেশ বেকারে ছেয়ে গেছে। নতুন কলকারখানা তৈরি হচ্ছে না। পুরনোগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ছাঁটাই হচ্ছে হু হু করে। খাদ্যদ্রব্যের দাম আকাশছোঁয়া। শিক্ষা-চিকিৎসার বেসরকারিকরণের ফলে তা দ্রুত সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জীবনে নেমে এসেছে ভয়াবহ আর্থিক সঙ্কট। এই বিপুল বৈষম্য সম্ভব হয়েছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার কারণেই। রাজ্যে রাজ্যে সরকারি দলের নামের পার্থক্য থাকলেও এই শোষণমূলক ব্যবস্থাটাকে টিকিয়ে রেখে পুঁজিপতি শ্রেণির সেবা করাই ভোটসর্বস্ব সংসদীয় সব দলেরই লক্ষ্য। তাই ভোট দিয়ে সরকার বদলালেও শোষণ ব্যবস্থার বদল হয় না, মানুষের দুরবস্থার পরিবর্তন হয় না। বরং তা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে। বামপন্থার নাম নিয়ে বহু বামপন্থী দল রয়েছে যারা মুখে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থের কথা বলে, বাস্তবে পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থই রক্ষা করে। ভোটসর্বস্ব এই দলগুলিকে চিনে নিয়ে তাদের প্রভাব থেকে শ্রমিকদের সরে আসতে হবে। এটাও লেনিনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা।

আজ এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিকে টিকিয়ে রেখে শুধু ভোট দিয়ে সরকার বদলে দেশের ৯৯ ভাগ মানুষের দুরবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। তা সম্ভব একমাত্র শোষণমূলক এই সমাজকাঠামোকে বদলানোর মধ্য দিয়ে। আর সেই বদলের জন্য প্রয়োজন বিপ্লবী বামপন্থার চর্চা, যা রাশিয়াতে লেনিন করেছিলেন। ভারতেও আজ এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটির পরিবর্তনের জন্য দেশের মানুষকে অবশ্যই লেনিনের দেখানো সেই পথে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে, যে পথে তিনি রাশিয়াতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে শোষণহীন সমাজতন্ত্র কায়েম করেছিলেন। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এস ইউ সি আই-কমিউনিস্ট লেনিন শতবর্ষের উদযাপনের ডাক দিয়েছে। তাই শ্রমজীবী মানুষ মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য ২১ জানুয়ারি লেনিন শতবার্ষিকীর সমাবেশে শহিদ মিনার ময়দানের সভায় যোগ দেওয়া, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিতে লেনিনের শিক্ষাকে কার্যকর করার মাধ্যমে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া।

প্রকাশিত
পথিকৃৎ
জানুয়ারি ২০২৪ সংখ্যা

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (১৩)

ভি আই লেনিন

এ বছরটি বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ। এই উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার ত্রয়োদশ কিস্তি।

আশু সুবিধার জন্য মূল দৃষ্টিভঙ্গি ভুলে যাওয়া হল সুবিধাবাদ

এরফুর্ট কর্মসূচির খসড়ার সমালোচনা

রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদী শিক্ষাকে বিচার করতে গিয়ে এঙ্গেলস এরফুর্ট কর্মসূচির খসড়ার[১] যে সমালোচনা করেছিলেন, তা অবহেলা করা যাবে না। এই সমালোচনা এঙ্গেলস কাউটস্কিকে পাঠিয়েছিলেন ১৮৯১ সালের ২৯ জুন। এর দশ বছর পর তা 'নিউয়ে জেইট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমালোচনায় মূলত রাষ্ট্রকাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ে সোসাল ডেমোক্রেসির সুবিধাবাদী মতামত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল।

প্রসঙ্গত, আমাদের লক্ষ করা দরকার, অর্থনীতি সম্পর্কেও এঙ্গেলস অত্যন্ত মূল্যবান মতামত রেখেছিলেন। সেই সব মতামত আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, আধুনিক পুঁজিবাদের মধ্যে যে নানা ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে, কত মনোযোগ দিয়ে, কত সুচিন্তিতভাবে এঙ্গেলস তা লক্ষ করেছিলেন। এই কারণে, বর্তমানের সাম্রাজ্যবাদী যুগে আমাদের কর্তব্য কী হবে তা তিনি কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। তাঁর মতামতটি এই রকম— খসড়া কর্মসূচিতে 'পরিকল্পনাহীনতা' বলে একটা শব্দ ছিল, বলা হয়েছিল এই পরিকল্পনাহীনতা হল পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য। এই শব্দটির উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন ঃ

'যখন পুঁজিবাদ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি থেকে ট্রাস্টের দিকে যায়, তখন তা শিল্পের সমস্ত শাখাকেই একচেটিয়াকরণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে। তখন শুধু ব্যক্তিগত উৎপাদন লোপ পায় না, পরিকল্পনাহীনতাও লোপ পায়।' (নিউয়ে জেইট, খণ্ড ২০, ১ ১৯০১-০২,পৃষ্ঠা ৮)

এখানে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা দেখতে পাচ্ছি, পুঁজিবাদের সর্বাধুনিক স্তরের, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী স্তরের তত্ত্বগত মূল্যায়ন। এখানে পুঁজিবাদ একচেটিয়া পুঁজিবাদে পরিণত হয়েছে। এই শেষ বিষয়টার উপর আমাদের বিশেষ জোর দিতে হবে, কারণ বুর্জোয়া সংস্কারবাদীরা জোরের সাথে এই ভ্রান্ত চিন্তা প্রচার করে যে, একচেটিয়া পুঁজিবাদ বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদই নয়। ওরা বলেন, একে 'রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র' বা ওই ধরনের কিছু একটা বলতে হবে। এই চিন্তা অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে। অবশ্য, ট্রাস্ট কখনওই পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা করতে পারেনি, এখনও করতে পারে না, করা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু ওরা যতই পরিকল্পনা করুক, যতই পুঁজিবাদী বড়কর্তারা জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরে উৎপাদনের পরিমাণ নিয়ে আগাম হিসাবনিকাশ করুক, পরিকল্পনা করুক, যতই তারা ক্রমাগত তাকে নিয়ন্ত্রণ করুক, আমরা পুঁজিবাদের অধীনেই থাকব। এ কথা সত্য যে, এই পুঁজিবাদ নতুন স্তরের পুঁজিবাদ। কিন্তু তা নিঃসন্দেহে পুঁজিবাদই। পুঁজিবাদের সাথে সমাজতন্ত্রের এই 'নৈকট্য' শ্রমিক শ্রেণির যথার্থ প্রতিনিধিদের পক্ষে সহায়ক। এই নৈকট্য দেখিয়ে তাঁরা প্রমাণ করতে পারবেন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আসন্ন, তা আজ সহজ, সম্ভব ও কতটা জরুরি। এই নৈকট্যকে দেখিয়ে সংস্কারবাদীরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে। তারা পুঁজিবাদকে আরও মোহনীয় রূপে দেখাতে চায়। শ্রমিক শ্রেণির যথার্থ প্রতিনিধিদের এসব সহ্য করা উচিৎ নয়।

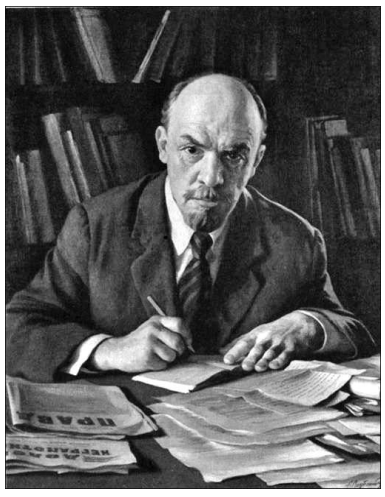

আসুন, আমরা রাষ্ট্রের প্রশ্নে ফিরে যাই। এই চিঠিতে এঙ্গেলস তিনটি মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছিলেন। এক, প্রজাতন্ত্র প্রসঙ্গে, দুই, জাতীয় প্রশ্ন ও রাষ্ট্র কাঠামোর সম্পর্ক প্রসঙ্গে এবং তিন, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গে।

এরফুর্ট কর্মসূচির খসড়ার সমালোচনায় প্রজাতন্ত্রের প্রশ্নটিকে এঙ্গেলস সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু করেছিলেন। আমরা স্মরণ করতে পারি, এরফুর্ট কর্মসূচি বিশ্বের সমস্ত সোসাল ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের মধ্যে একে আদর্শ বলে মনে করা হত। অতিশয়োক্তি না করেও আমরা বলতে পারি, এই কারণেই এঙ্গেলস সমগ্র দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদের সমালোচনা করেছিলেন।

তিনি লিখেছিলেন ঃ 'খসড়ার রাজনৈতিক দাবিতে একটা বড় ভুল আছে। ঠিক যে কথাগুলি বলা উচিত ছিল, তা ওতে নেই।'

পরবর্তীকালে, তিনি পরিষ্কার করে বলেছিলেন, জার্মান সংবিধান ১৮৫০ সালের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল সংবিধানের নকল। ভিলহেলম লিবনেক্ট যেমন বলেছেন, রাইখস্ট্যাগ (জার্মান পার্লামেন্ট) 'স্বৈরতন্ত্রের আবরণ মাত্র'। এঙ্গেলস আরও বলেন, যে সংবিধান ছোট ছোট রাষ্ট্র ও এই রকম রাষ্ট্রগুলির ভিত্তিতে তৈরি জার্মান ফেডারেশনকে আইনসঙ্গত করেছে সেই সংবিধানের মাধ্যমে 'উৎপাদনের সমস্ত উপকরণকে জনগণের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত' করার ইচ্ছা 'স্পষ্টতই অবাস্তব'।

এঙ্গেলস ভাল করেই জানতেন, ওই কর্মসূচিতে জার্মানিতে প্রজাতন্ত্রের দাবি অন্তর্ভুক্ত করা আইনগত কারণেই অসম্ভব। তাই তিনি আরও বলেছেন, 'অবশ্য, এই বিষয়টি বলতে যাওয়ার বিপদ আছে।' কিন্তু 'সকলেই' যখন এটা অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিয়েই সন্তুষ্ট থেকেছেন, তখন এঙ্গেলস তা মানতে অস্বীকার করছেন। তাই তিনি আবার বলছেন ঃ "তবুও কোনও না কোনও ভাবে একে আক্রমণ করতে হবে। বর্তমানে, সোসাল ডেমোক্রেটিক পত্র-পত্রিকায় সুবিধাবাদ যে ভাবে ব্যাপকভাবে বাসা বেঁধেছে তা দেখে এর প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। সমাজতন্ত্র বিরোধী আইন ফিরে আসতে পারে এই ভয় এদের গ্রাস করেছে। এই আইন চালু থাকার সময় করা আলটপকা উক্তিগুলির কথা ভেবে এরা ভীত। তাই এরা এখন বলছেন, জার্মানির আইনি ব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে পার্টির সমস্ত দাবি আদায় করা সম্ভব।"

এঙ্গেলস যে মূল বিষয়টির ওপর বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন, তা হল, জার্মানির সোসাল ডেমোক্র্যাটরা সমাজতন্ত্র বিরোধী আইন ফিরে আসার ভয়ে ভীত। তিনি সুস্পষ্টভাবে একে সুবিধাবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন, যেহেতু জার্মানিতে কোনও প্রজাতন্ত্র ও স্বাধীনতা ছিল না, ঠিক এই কারণেই সেখানে 'শান্তিপূর্ণ' পথের স্বপ্ন একেবারেই অর্থহীন। এঙ্গেলস খুবই সতর্ক ছিলেন যাতে তাঁর হাত বাঁধা না পড়ে। তিনি স্বীকার করেছেন, প্রজাতান্ত্রিক বা অত্যন্ত স্বাধীন দেশগুলিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার 'কল্পনা করা' (শুধুই কল্পনা!) যেতে পারে। কিন্তু জার্মানির ক্ষেত্রে তিনি পুনরায় বলেছেন ঃ

"জার্মানিতে, যেখানে সরকার প্রায় সর্বশক্তিমান এবং আইনসভা বা অন্যান্য প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের কোনও সত্যিকারের ক্ষমতা নেই, সেখানে প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বে ও এই ধরনের ঘোষণা করার অর্থ হল, স্বৈরতন্ত্রের উপর থেকে আচ্ছাদন সরিয়ে নিয়ে তার নগ্নতা ঢাকতে নিজেকেই আবরণে পরিণত করা।"

জার্মান সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অধিকাংশ নেতাই এই উপদেশকে বাক্সবন্দি করে রেখেছিলেন এবং তাঁরা যে স্বৈরতন্ত্রের আবরণ তা প্রমাণিত হয়েছিল।

"এই ধরনের নীতি, শেষ পর্যন্ত নিজের দলকেই উচ্ছন্নের দিকে নিয়ে যেতে পারে। তাঁরা সাধারণ, বিমূর্ত রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে ঠেলে সামনে আনছিলেন। অথচ, যে সমস্ত বড় বড় ঘটনা, রাজনৈতিক সংকট প্রথম স্থানে আসা উচিত সেগুলিকে তাঁরা আড়ালে রাখছিলেন। এর ফল কী হতে পারে? এর ফল হতে পারে এটাই যে, একেবারে চূড়ান্ত নির্ণায়ক মুহূর্তে পার্টি হঠাৎ অসহায় হয়ে পড়ে, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে অস্পষ্টতা ও অনৈক্য দেখা দেয়। কারণ, এই সব বিষয় নিয়ে কখনও আলোচনা হয়নি।...

"আশু সুবিধার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল দৃষ্টিভঙ্গিকে ভুলে যাওয়া, পরবর্তীকালে ফল কী হবে তা বিবেচনায় না রেখে, ক্ষণিকের সাফল্যের জন্য চেষ্টা ও লড়াই করা, বর্তমানের জন্য ভবিষ্যতের সংগ্রামকে জলাঞ্জলি দেওয়ার সত্যিকারের অর্থ হল সুবিধাবাদের মধ্যে ডুবে যাওয়া। 'সৎ' উদ্দেশ্য নিয়ে করা হলেও তা সুবিধাবাদ ছাড়া কিছু নয়। আর বলা যেতে পারে 'সৎ' সুবিধাবাদ হল সবচেয়ে বিপজ্জনক।...

"একটা বিষয় নিশ্চিত, একমাত্র গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যেই আমাদের দল ও শ্রমিক শ্রেণি ক্ষমতায় আসতে পারে। সর্বহারা একনায়কতন্ত্রের এটাই হল বিশেষ রূপ। ফ্রান্সের মহান বিপ্লব তা ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে।"

মার্ক্সের সমস্ত রচনার মধ্যে যে চিন্তা মর্মবস্তুর মতো অবস্থান করছে, এঙ্গেলস তা বিশেষভাবে জোরের সাথে পুনরাবৃত্তি করেছেন। এই ধারণাটি হল, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হল সেই ব্যবস্থা যার মধ্য দিয়ে সর্বহারা একনায়কত্বের অনেকটা কাছাকাছি পৌঁছানো যায়। কারণ, এই ধরনের প্রজাতন্ত্রে পুঁজির শাসন বিন্দুমাত্র লোপ পায় না, তাই, জনগণের উপর নির্যাতন ও শ্রেণি সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী রূপে বেড়ে চলে। এই শ্রেণি সংগ্রাম প্রবল আকার ধারণ করে এমনভাবে বিকশিত, বিস্তৃত ও তীব্রতর হয় যে, নিপীড়িত জনগণের মূল স্বার্থগুলি চরিতার্থ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া মাত্র অবশ্যম্ভাবী রূপে একমাত্র সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে শোষিত জনগণ কর্তৃক সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সেই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পুরো সময়কাল জুড়ে মার্ক্সের এই চিন্তাও 'ভুলে যাওয়া কথায়' পরিণত হয়েছিল। তাঁরা যে ভুলে গিয়েছিলেন তার প্রমাণ বিস্তৃতভাবে প্রকাশ পেয়েছে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের প্রথম ছয় মাসে,মেনশেভিক পার্টির ইতিহাসে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র বা ফেডারেল রিপাবলিকে জনগণের জাতিগত গঠন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এঙ্গেলস লিখেছিলেন ঃ "বর্তমান দিনের জার্মানির জায়গায় কী হওয়া উচিত?" (এর সংবিধান প্রতিক্রিয়াশীল ও রাজতান্ত্রিক এবং একই রকম প্রতিক্রিয়াশীল বিষয় হল ছোট ছোট রাষ্ট্রে এর বিভক্ত হয়ে থাকা। এই ধরনের বিভক্তি বিশেষ প্রুশীয় বৈশিষ্ট্যকে ধরে রেখে তাকে সমগ্র জার্মানির মধ্যে মিলে যেতে দেয় না।) "আমার মতে সর্বহারা শ্রেণি কেবলমাত্র এক ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারে। বিশাল আয়তনের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত মোটের ওপর একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র প্রয়োজন। যদিও পূর্ব দিকের রাষ্ট্রগুলিতে ইতিমধ্যেই তা বাধা হিসাবে কাজ করছে। ইংল্যান্ডে এই ব্যবস্থা একধাপ অগ্রগতির শামিল। কারণ, সেখানে দুটো দ্বীপে আছে চারটে জাতি। সেখানে একটি পার্লামেন্ট থাকা সত্ত্বেও আইন প্রণয়নের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আজও পাশাপাশি কাজ করছে। ক্ষুদ্র দেশ সুইজারল্যান্ডে বহুদিন আগে থেকেই এই ব্যবস্থা বাধা হিসাবে

সাতের পাতায় দেখুন

ঘাটালে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কর্মশালা
রাজ্যব্যাপী ক্ষুদ্রশিল্প ধর্মঘটের ডাক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি বিদ্যুতের মিনিমাম চার্জ তিনগুণ ও ফিক্সড চার্জ দ্বিগুণ করা এবং স্মার্ট প্রিপেড মিটার লাগিয়ে গ্রাহকদের হয়রানি বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। এ সব রুখতে জেলা ও রাজ্য জুড়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চলছে। বর্তমান পর্যায়ে বিভিন্ন এলাকায় গ্রামভিত্তিক 'গ্রাহক প্রতিরোধ কমিটি' গড়ে তোলার ডাক দিয়েছে অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)। সংগঠনের পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ১১ জানুয়ারি ঘাটালের অন্নপূর্ণা আর্কেড হলে বিদ্যুৎ গ্রাহক-কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মহকুমার দু'শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহক যোগ দেন। উদ্বোধন করেন অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। প্রধান আলোচক ছিলেন রাজ্য সম্পাদক সুব্রত বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ সভাপতি মধুসূদন মান্না, অসিত সরকার প্রমুখ।

চার্জবৃদ্ধি ও স্মার্ট মিটার চালুর প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি রাজ্যব্যাপী ক্ষুদ্রশিল্প ধর্মঘট আহ্বান করা হয়েছে। সভা থেকে অসিত সরকার ও সুব্রত মাজীকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে অ্যাসোসিয়েশনের মহকুমা সমন্বয় কমিটি গঠিত হয়।

ট্রেন বাতিলের প্রতিবাদে স্টেশন মাস্টারকে স্মারকলিপি

১৪টি পাঁশকুড়া-হাওড়া ও মেছেদা-হাওড়া লোকাল ট্রেনের চলাচল ৭ জানুয়ারি থেকে বন্ধ। ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বলে রেলসূত্রে জানা গেছে। আবার কিছু ট্রেন সাঁতরাগাছিতে গন্তব্য শেষ করবে। যে ট্রেনগুলি চলছে, সেগুলি প্রতিদিন এক-দেড় ঘণ্টা দেরিতে চলছে। ফলে যাত্রীদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। সময় মতো ফুল ও পান বাজারগুলিতে পৌঁছতে না পারার কারণে সঠিক দাম থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন ফুল ও পানচাষিরা।

সমস্যা সমাধানের দাবিতে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে ১৩ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদা স্টেশন ম্যানেজারের মাধ্যমে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনের ডিআরএমের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্টেশন চত্বরে ও স্টেশন ম্যানেজারের অফিসের সামনে বিক্ষোভ সভায় মঞ্চের নেতৃবৃন্দ ও নিত্যযাত্রীরা বক্তব্য রাখেন। চার জনের এক প্রতিনিধিদল স্টেশন ম্যানেজারকে স্মারকলিপি দেন। স্টেশন ম্যানেজার দাবিগুলির সঙ্গে সহমত হন এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে কথা দেন।

ভয়াবহ বঞ্চনার শিকার
মিড-ডে মিল কর্মীরা

রাজ্যের মিড ডে মিল কর্মীরা এক অসহনীয় অবস্থার সম্মুখীন। রাজ্যে সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আড়াই লক্ষেরও বেশি মিড ডে মিলকর্মী রান্নার কাজ করেন। বেতন মাত্র ১৫০০ টাকা। এই সামান্য টাকাও দেওয়া হয় বছরে ১০ মাস। পেনশন, পিএফ, অবসরকালীন ভাতা প্রভৃতি কোনও রকম সামাজিক সুযোগ-সুবিধা তাঁদের নেই।

অন্যান্য রাজ্যে বারো মাসের বেতন সহ অন্য সুযোগ-সুবিধা বেশি। যেমন হরিয়ানায় ৭০০০ টাকা, কেরালায় ৬০০ টাকা দৈনিক, পুদুচেরিতে ১২০০০ টাকা, হিমাচল প্রদেশে ৪ হাজার টাকা। তামিলনাড়ু সরকার বোনাস, ভাতা, সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা সহ দেয় ১০ হাজার ৮৩ টাকা।

প্রকল্পটি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রয়াসে চলে। কেন্দ্র দেয় মাত্র ৬০০ টাকা। বর্তমানে মিড-ডে মিল প্রকল্পের নাম বদলে দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামে পিএম পোষণ যোজনা করা হলেও কর্মীদের বেতন সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পরিবর্তন হয়নি এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টিকর খাবারের জন্য বরাদ্দ এক পয়সাও বাড়েনি। রাজ্য সরকারও ২০১৩ সাল থেকে এক পয়সাও বেতন বাড়ায়নি।

এই কাজের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গোষ্ঠীগুলির সদস্য সংখ্যা দশ বা তারও বেশি হয়। এই সামান্য টাকাও তাদের ভাগাভাগি করে নিতে হয়। ১০০ জন ছাত্র পিছু রান্নার জন্য একজন কর্মী নিয়োগ করা হয়। রান্না করলেও কর্মীদের আইনত খাওয়ার অধিকার নেই। শ্রমের মূল্য থেকে, সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত কর্মীদের জীবন-জীবিকার দুঃসহ যন্ত্রণার কথা জেনেও কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তাঁদের দাবিগুলি মানছে না।

কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে বারবার প্রকল্পের বরাদ্দ কমিয়ে যাচ্ছে এবং প্রকল্পকে সুকৌশলে তুলে দেওয়ার ও বেসরকারিকরণ করার চক্রান্ত করছে। এ রাজ্যে মিথ্যা অভিযোগে যখন তখন এই কর্মীদের বা গ্রুপকে বেআইনিভাবে ছাঁটাই করে দেওয়া হচ্ছে। ভারতের শ্রম আইন অনুযায়ী কাউকে কাজ করালে তার প্রাপ্য মজুরি দিতে হয়। অথচ কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার মিড-ডে মিল কর্মীদের কাজ করিয়েও বেতন না দিয়ে বহু সংগ্রামে অর্জিত অধিকার ও আইন ভেঙে চলেছে।

এই অবস্থায় ১০ ডিসেম্বর সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন 'দাবি দিবসে'র ডাক দেয়। সে দিন হাওড়ার উলুবেড়িয়া মহকুমার কর্মীরা স্টেশন চত্বরে জমায়েত হয়ে মিছিল করে উলুবেড়িয়া মহকুমা অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখান এবং ডেপুটেশন দেন। নেতৃত্ব দেন মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের হাওড়া গ্রামীণ জেলা সম্পাদিকা- সাগরিকা বর্মন, শম্পা দেবনাথ ও মঞ্জু বিদ্যা। মহাকুমার শাসক জানান, দাবিগুলি পূরণের উদ্দেশ্যে তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাবেন।

প্রকাশিত হল

মানবমুক্তির দিশারি

লেনিন

মৃত্যুশতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

গণদাবী

যাঁদের লেখা রয়েছে ঃ
- রমাঁ রলাঁ • বার্নাড শ
- এইচ জি ওয়েলস • ভ ভরোভস্কি
- বের্টল্ট ব্রেখট • লেনিন • স্ট্যালিন
- মাও সে তুং • শিবদাস ঘোষ
- প্রভাস ঘোষ

স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতির দাবিতে
সিএইচজি কর্মীদের আন্দোলন

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে সিএইচজি, টিডি, লিংকম্যান ও ভ্যাকসিন ক্যারিয়াররা কাজ করেন।

গ্রামীণ এলাকায় যখন কোনও স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা ছিল না সে সময় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে গ্রামেরই কিছু বেকার যুবকদের গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবার কাজে নিয়োগ করা হয়। তাঁদের নাম দেওয়া হয় কমিউনিটি হেলথ গাইড বা সিএইচজি। তাঁদের হাতে কিছু প্রাথমিক ওষুধপত্র দিয়ে গ্রামের স্বাস্থ্য পরিষেবা সচল রাখা হত। বর্তমানে তাঁদের বেতন/ভাতা দেওয়া হয় মাত্র ৪০০ টাকা।

গ্রামীণ এলাকায় গর্ভবতী মায়েদের বাড়িতে প্রসব কালে মা ও শিশুর মৃত্যুর হার দ্রুত বেড়ে যাচ্ছিল। এই সমস্যার সমাধানে নিরাপদ প্রসবের জন্য গ্রামের কিছু মহিলাকে ধাত্রীবিদ্যার প্রাথমিক ট্রেনিং দিয়ে প্রশিক্ষিত দাই হিসাবে নিয়োগ করা হয়। নাম দেওয়া হয় টিডি। এখন তাঁদের ভাতা দেওয়া হয় মাত্র ৫৫০ টাকা।

কেন্দ্রীয় সরকার দেশে জন্মহার কমানোর উদ্দেশ্যে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য গ্রামেরই পুরুষ-মহিলাদের লিংকম্যান হিসাবে নিয়োগ করে। তাঁদের কাজ গ্রামীণ এলাকার সক্ষম দম্পতিদের বুঝিয়ে বন্ধ্যাত্বকরণের উৎসাহ দেওয়া এবং ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বন্ধ্যাত্বকরণ করানো। এই কাজের জন্য বর্তমানে দেওয়া হয় মাত্র ১৫০ টাকা। এরপর নিয়োগ হল ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার। এঁদের কাজ গ্রামীণ এলাকায় ভ্যাকসিন বক্স পরিবহন। এঁদের দৈনিক দেওয়া হয় ৯০ টাকা!

রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীন এই চার ধরনের ক্যাডারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এঁদের সরকার যা দেয় তা দিয়ে এক সপ্তাহের খাদ্যটুকুও সংগ্রহ করা যায় না। এঁরা সবাই অতি দক্ষ কর্মীর আওতায় পড়েন। রাজ্য সরকারের মজুরিনীতি অনুযায়ী এঁদের দৈনিক মজুরি ৪৭৩ টাকা হওয়া উচিত।

বেতন/ভাতা বৃদ্ধি সহ ন্যূনতম পেনশনের দাবিতে ৯ জানুয়ারি সল্টলেকের স্বাস্থ্যভবনে এই কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান। নেতৃত্ব দেন পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের সভানেত্রী কৃষ্ণা প্রধান, শ্রমিক সংগঠন এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য কমিটির সদস্য বিপুল ঘোষ ও নিখিল বেরা।

তাঁদের দাবি, সিএইচজি, টিডি, লিংকম্যানদের মাসিক ১২ হাজার টাকা ও ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারদের দৈনিক ৫০০ টাকা মজুরি সহ সারা মাস কাজ, ন্যূনতম পেনশন, তিন লক্ষ টাকা অবসরকালীন ভাতা এবং কর্মীদের ক্যাডারভিত্তিক ইউনিফর্ম দিতে হবে।

সাম্যবাদী দৃষ্টিকোণ

লেনিন স্মরণ সংখ্যা

প্রকাশিত হচ্ছে

কলকাতা বইমেলা ও ২১ জানুয়ারি শহিদ মিনার ময়দানে পাওয়া যাবে

বিপ্লবী মহানায়ক সূর্য সেন স্মরণ

১২ জানুয়ারি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপসহীন ধারার বিপ্লবী মহানায়ক মাস্টারদা সূর্য সেনের ৯১তম আত্মবলিদান দিবস। ত্রিপুরা মিউজিয়ামের সামনে মাস্টারদা সূর্য সেনের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এআইডিএসও-র ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি কমরেড মৃদুলকান্তি সরকার। আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে শহিদ বেদিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এআইডিএসও রাজ্য সম্পাদক কমরেড রামপ্রসাদ আচার্য, এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সভাপতি কমরেড ভবতোষ দে ও এআইএমএসএসের নেতৃবৃন্দ।

জনমুখী বিকল্প শিক্ষানীতির দাবিতে কর্ণাটক রাজ্য শিক্ষা কনভেনশন

কর্ণাটকে বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেস প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ক্ষমতায় এলে তারা বিজেপির তৈরি জাতীয় শিক্ষানীতি সে রাজ্যে বাতিল করবে। কংগ্রেস ভোটে জেতার পর জনসাধারণের মধ্য থেকে প্রতিশ্রুতি রক্ষার দাবি উঠতে থাকে। সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির কর্ণাটক শাখা এই দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলে। ইউজিসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুকদেও থোরাটের নেতৃত্বে সরকার রাজ্য শিক্ষা কমিশন গঠন করে।

সেভ এডুকেশন কমিটির কর্ণাটক রাজ্য শাখা কয়েক মাস ধরে ২৪টি জেলার ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৮৩টি কলেজে সমীক্ষা করে ২৫৩৬ জন ছাত্র-শিক্ষকের মতামত নিয়ে বিকল্প শিক্ষানীতির প্রস্তাব তৈরি করে। কমিটি ১০ জানুয়ারি বাঙ্গালোরের গান্ধী ভবন হলে একটি কনভেনশনে শিক্ষক-শিক্ষাবিদ-অভিভাবক-ছাত্রদের মতামত নিয়ে তা চূড়ান্ত করে এবং কমিশনের চেয়ারম্যান সুকদেও থোরাটের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়— ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স চালুর বিপক্ষে ৯৪.৫ শতাংশ, পক্ষে ৫.৫ শতাংশ মত দিয়েছেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষানীতিতে যে সব পাঠ্যবিষয়ের কথা বলা হয়েছে তার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নেই বলেন ৯৭.৪৬ শতাংশ, হ্যাঁ বলেছেন ২.৫৪ শতাংশ। ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্সে প্রথম বর্ষে বা দ্বিতীয় বর্ষে ড্রপ আউট হলে চাকরি পাবে কি না, এ প্রশ্নে না ৯৬.৩২ শতাংশ, হ্যাঁ ৩.৬৮ শতাংশ। ছাত্র বেতন যেভাবে বাড়ছে তা ঠিক কিনা তাতে না ৯৮.৫ শতাংশ, হ্যাঁ ১.৫ শতাংশ। কোয়ালিটি এডুকেশন সুনিশ্চিত করতে সরকারকে শিক্ষায় বেশি অর্থ দিতে হবে কি না এবং শিক্ষক পদ পূরণ করতে হবে কি না— হ্যাঁ ৯৭.৯৮ শতাংশ, না ২.০২ শতাংশ।

সেভ এডুকেশন কমিটির কর্ণাটক শাখার সুপারিশ— ৪ বছরের ডিগ্রি কোর্স বাতিল করে ৩ বছরের কোর্স আবার চালু করা, CUET বাতিল করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে নিজেদেরই পড়ুয়া ভর্তির অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া, শিক্ষার ফান্ড বৃদ্ধির জন্য বড় বড় শিল্প মালিকদের উপর ১ শতাংশ সম্পদ-কর চাপানো, ভারতের ১০০ জন কোটিপতির উপর ২.৫ শতাংশ বা ১০ জন কোটিপতির উপর ৫ শতাংশ ট্যাক্স চাপানো, যাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সরকারের অর্থসংস্থান ঘটবে। কমিটির সুপারিশ, কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করতে হবে আদায় হওয়া শিক্ষা-সেস শিক্ষার জন্য খরচ করতে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করতে, সকল শূন্য শিক্ষকপদ পূরণ করতে হবে এবং অস্থায়ী শিক্ষকদের স্থায়ী করতে হবে।

সভায় সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর বলেন, আমাদের দাবি এই শিক্ষানীতি সম্পূর্ণ বাতিল করে জনমুখী জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করতে হবে। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে সেভ এডুকেশন কমিটির সারা ভারত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হবে এবং সেখানে পিপলস অল্টারনেটিভ এডুকেশন পলিসি (বিকল্প শিক্ষানীতি) চূড়ান্ত করা হবে এবং তা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে।

সভাপতিত্ব করেন সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটির কর্ণাটক রাজ্য শাখার সভাপতি অধ্যাপক আলামপ্রভু বেত্রাদুরু। বক্তব্য রাখেন সেন্ট যোশেফ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ভিক্টর লোবো, বিজ্ঞানী আর এল মৌরিয়ন, কর্ণাটক রিজিওনাল কমিশন ফর এডুকেশনের সম্পাদক ডঃ ফ্রান্সিস আশিসি আলমেদিয়া, ডঃ আব্দুল সিভান, অধ্যাপিকা সবিতা বনাড়ি প্রমুখ। সকল বক্তা কর্ণাটক সেভ এডুকেশন কমিটির সুপারিশগুলিকে সমর্থন করে বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালনা করেন কর্ণাটক রাজ্য সেভ এডুকেশন কমিটির সহ সভাপতি রাজাশেখর। বহু শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সম্মেলনেট উপস্থিত হন। ৩০০ জনের বেশি উপস্থিত ছিলেন, যার বেশিরভাগই ছাত্রছাত্রী। ছাত্রছাত্রীদের অনেকে ফ্লোর থেকে বক্তব্য রাখেন।

বাংলাদেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচন বয়কট করায় জনগণকে অভিনন্দন বাসদ (মার্ক্সবাদী)

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী) -র সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা ৭ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচন বয়কট করে এই প্রহসনের নির্বাচনের বিরুদ্ধে তাদের রায় দিয়েছেন। আমরা দলের পক্ষ থেকে জনগণকে অভিনন্দন জানাই।

বিবৃতিতে তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনের তথ্যানুসারে, দুপুর ১২টা ১০ মিনিট পর্যন্ত সারা দেশে ভোট পড়েছিল মাত্র সাড়ে ১৮ শতাংশ এবং বিকাল ৩ টার সময় ছিল ২৬.৬৭ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ। তারপরও এই তথ্যকে সঠিক হিসেবে ধরলেও বোঝা যায় উপস্থিতি কতটা কম। এর মধ্যে শিশুদের দিয়ে ভোট দেওয়ানো, আগেই সিল দেওয়া ব্যালট দিয়ে বাক্স ভর্তি করা, জাল ভোট সবই আছে।

ইতিমধ্যে ১৪ জন প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করেছেন (দৈনিক প্রথম আলো অনলাইন, ৭ জানুয়ারি, ২০২৪)। গাইবান্ধা-৪ আসনে বর্তমান শাসক দলের সংসদ সদস্য এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী মনোয়ার হোসেন চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, আসনটিতে আওয়ামী লিগ মনোনীত প্রার্থী আবুল কালাম আজাদ ১৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯১টি কেন্দ্র দখল করে নিয়ে জাল ভোট দেওয়াচ্ছেন (ডেইলি স্টার অনলাইন বাংলা, ৭ জানুয়ারি ২০২৪)।

একই ভাবে ভোট ডাকাতির অভিযোগ করে নির্বাচন বয়কট করেছেন কক্সবাজার ১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী জাফর আলম, যিনি এই আসনের বর্তমান সাংসদ (যমুনা টিভি অনলাইন, ৭ জানুয়ারি ২০২৪)। জাফর আলম ফেসবুকে দেওয়া স্ট্যাটাসে জানিয়েছেন, বিজিবি ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনের নেতৃত্বে ভোটকেন্দ্র দখল করে জাল ভোট দেওয়া হচ্ছে ও তাঁকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া, দেশের বেশিরভাগ ভোটকেন্দ্র ছিল ফাঁকা, যেন অঘোষিত কারফিউ ছিল আজ। ভোটকেন্দ্রের সামনে ও ভেতরে আওয়ামী লিগের কর্মীদের জটলা ছাড়া ভোটার উপস্থিতি ছিল খুবই নগণ্য।

এটা স্পষ্ট যে, জনগণ এই নির্বাচন সর্বতোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় যে সকল লোক ভাতা পেতেন তাদের ভাতা বন্ধ করার হুমকি দিয়ে, সন্ত্রাসীদের মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে, টাকাপয়সা বিতরণ করেও মানুষকে তারা ভোটকেন্দ্রে নিতে পারেনি।

আমরা সরকারকে আহ্বান জানাই, জনগণ আপনাদের প্রত্যাখ্যান করেছে। আপনারা এই গণরায় মেনে নিয়ে পদত্যাগ করুন এবং নির্দলীয় তদারকি সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচনের ঘোষণা দিন।

জাতীয় ও রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিলের দাবিতে শিক্ষা কনভেনশন

জাতীয় শিক্ষানীতি এবং রাজ্য শিক্ষানীতি বাতিল, সব শূন্যপদে অবিলম্বে স্বচ্ছভাবে স্থায়ী নিয়োগ, রাজ্যে ৮২০৭ স্কুল তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল সহ নানা দাবিতে অধ্যাপক, ডাক্তার, শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগীদের উদ্যোগে ৭ জানুয়ারি শিক্ষা কনভেনশন হয় পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকের ব্রাইট ফিউচার হলে (ছবি)। কনভেনশন শেষে অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটি, তমলুক শাখা গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন অধ্যাপক গৌতম ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন শিক্ষক সতীশ সাউ, দিব্যেন্দু দত্ত।

৬ জানুয়ারি পাঁশকুড়ার প্রতাপপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। আগামী দিনে শিক্ষা আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে তপন জানাকে সভাপতি, সুমন্ত শী ও বিশ্বজিৎ রাউতকে যুগ্ম সম্পাদক এবং দিতি দে-কে কোষাধ্যক্ষ করে সেভ এডুকেশন কমিটির পাঁশকুড়া আঞ্চলিক শাখা কমিটি গঠিত হয়।

কলকাতা বইমেলায়
গণদাবী
১৮ - ৩১ জানুয়ারি
স্টল নম্বর ঃ ৫৩৬

পাঠকের মতামত

ট্রেন লেট
প্রতিকার চাই

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া-খড়গপুর শাখায় লোকাল ট্রেনগুলির লেটে চলাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেট এক ঘন্টা, দেড় ঘণ্টা এমনকি দু'ঘণ্টা পর্যন্ত। এর পরেও রয়েছে কোনও কারণ ছাড়াই ট্রেন বাতিলের ঘটনা। ফলে প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। অফিস যাত্রীদের দেড় থেকে দুই ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বেরোতে হচ্ছে। মেল ট্রেন ধরবার জন্য প্রাইভেট কার বুক করে হাওড়া কিংবা শিয়ালদহ স্টেশনে যেতে হচ্ছে। পরীক্ষার্থীদের সঠিক সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য আগের দিন স্টেশনে, প্ল্যাটফর্মে রাত কাটাতে হচ্ছে।

যাত্রীরা বহুদিন ধরে বহুভাবে রেল কর্তৃপক্ষকে সমস্যার কথা জানিয়ে আসছেন। ট্রেন অবরোধ হয়েছে, বিক্ষোভ হয়েছে, স্টেশনে স্টেশনে ডেপুটেশন হয়েছে। কিন্তু সমস্যা ক্রমাগত বাড়ছে। কারণ রেল কর্তৃপক্ষ মেল ট্রেন ও মালগাড়িকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

রেল দপ্তর ভাড়া বাড়াতে তৎপর। কিন্তু যাত্রীদের সমস্যা দূর করার বিষয়ে তারা অতি মাত্রায় উদাসীন। রেল কর্তৃপক্ষের মনে রাখা দরকার যে, মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছে। যে কোনও সময় সেই ক্ষোভ স্ফুলিঙ্গের মতো জ্বলে উঠতে পারে। তাই তাদের কাছে আবেদন, তারা যেন সমস্যার সমাধানে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

তাপস বেরা
দুইল্যা, হাওড়া

সমীক্ষায় মোদি সরকারের উন্নয়নের ফানুস ফাটল

'নোকরি ডট কম' একটি কাজ খুঁজে দেওয়ার পোর্টাল। এর একটি সমীক্ষা দেশের কর্মপ্রত্যাশী মানুষের কপালে উদ্বেগের ভাঁজ ফেলেছে। সমীক্ষা দেখিয়েছে, সারা দেশে অফিস-কাছারিতে উঁচুপদে নিয়োগ ২০২২-এর ডিসেম্বরের তুলনায় ২০২৩-র ডিসেম্বরে ১৬ শতাংশ কমেছে। 'নোকরি জব স্পিক' ইনডেক্স অনুযায়ী, তথ্যপ্রযুক্তিতে কর্মী নিয়োগ কমেছে ২১ শতাংশ। বিপিওতে কমেছে ১৭ শতাংশ, শিক্ষা ও খুচরো ব্যবসায় ১১ শতাংশ এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কমেছে ১০ শতাংশ।

এই তথ্য অবশ্যই কেন্দ্রের মোদি সরকারকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। আসন্ন লোকসভা ভোটের সামনে প্রশ্ন উঠবেই প্রধানমন্ত্রীর বছরে ২ কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল? কেন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা গেল না? এই তথ্য রাজ্য সরকারগুলিকেও বিব্রত করবে। কারণ কর্মী নিয়োগ হ্রাসের এই প্রবণতা শুধু কেন্দ্রীয় দফতরেই নয়, সব রাজ্যেরই।

কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে কেন এই নৈরাশ্যব্যঞ্জক চিত্র? এর জন্য দায়ী কেন্দ্রের মোদি সরকারের কর্মী ও কর্ম সংকোচন নীতি, উদারিকরণ ও বেসরকারিকরণ নীতি। উন্নত প্রযুক্তিকে শুধুমাত্র ব্যবহার করা হচ্ছে মুনাফা বাড়ানোর জন্য উৎপাদন ব্যয় কমাতে। তাতে বিলুপ্ত হচ্ছে বহু পদ। নিয়োগ বন্ধ বহু পদে। ভারতের সর্বত্র শিল্পের মন্দাদশা। কিন্তু কেন মন্দাদশা? কারণ জনগণের প্রকৃত আয় বাড়ছে না, যাকে ভিত্তি করে শিল্পপণ্যের বাজার চাঙ্গা হতে পারে। শিল্পের এই মন্দাদশা শুধু ভারতেরই বৈশিষ্ট্য নয়, আজ বিশ্বজুড়ে সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদী দুনিয়ার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। ফলে শ্রমিক-প্রধান শিল্প বিশ্বের কোথাওই আর হচ্ছে না। উৎপাদনের উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ মুনাফা হওয়ার ফলে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, শ্রম-সময় বৃদ্ধি এবং কম শ্রমিক নিয়োগ সব রাজ্যে, সব দেশে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছে।

শিল্পের অবাধ বিকাশের দরজা খুলে দিতে হলে, স্থায়ীভাবে জনগণের আয় বাড়াতে হবে, যা আজ আর পুঁজিবাদ করতে পারে না। দৃঢ়ভাবে এই কথাটা এসইউসিআই(সি) ছাড়া কোনও দলই বলে না। একের পর এক সমীক্ষা এসইউসিআই (সি) -র এই বিশ্লেষণকে সত্য প্রমাণ করছে। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে মুনাফার জন্য উৎপাদনের পরিবর্তে সমাজের সকল মানুষের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বদলই আজ জরুরি কর্তব্য। না হলে কর্মসংস্থানের সঙ্কট ক্রমাগত গভীর হতেই থাকবে।

বলছেন শঙ্করাচার্যরাও

একের পাতার পর

বিষয়। তাকে কখনওই রাজনীতির বিষয় করা উচিত নয়। করলে তা যেমন একদিকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষিত নীতিকে লঙ্ঘন করে, তেমনই তা সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হয়। বিজেপি নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রামমন্দির উদ্বোধন নিয়ে সেই কাজটিই করছেন। স্বাভাবিক তাঁর এই কার্যকলাপ 'রাজনৈতিক হিন্দুত্ব' বলে সচেতন মানুষের কাছে পরিচিতি পেয়েছে। অর্থাৎ ধর্ম নয়, রাজনীতিই রামমন্দির তৈরি এবং তার অকাল উদ্বোধনের আসল লক্ষ্য। অথচ দেশের একজন প্রধানমন্ত্রীর কাজ নাগরিকদের জীবনের বাস্তব প্রয়োজনগুলি— খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-কর্মসংস্থান যাতে অব্যাহত থাকে তার জন্য নিরলস কাজ করে যাওয়া। দেশের মানুষ দেখছে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সেই কাজটিতেই তিনি সবচেয়ে অবহেলা করছেন। ফলে মানুষের দুর্ভোগ ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই যাঁরা নিজেদের ধর্মপ্রাণ হিন্দু বলে মনে করেন, যাঁদের সমর্থনকে ভোটব্যাঙ্কে পরিণত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি সরকারের এই কর্মকাণ্ড, তাঁদের ভাবতে হবে, তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর এই কাজকে সমর্থন করে এই স্রোতেই ভাসবেন, না কি ধর্মের নামে এই অন্যায় রাজনীতির প্রতিবাদে সোচ্চার হবেন?

গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিপন্ন
সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে মানবাধিকার কর্মীদের খোলা চিঠি

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে একটা খোলা চিঠি দেওয়া হয়েছে। লেখকরা হলেন মানবাধিকার কর্মী। তার মধ্যে রয়েছেন তেলেঙ্গানার মানবাধিকার কর্মী হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক দীপক কুমার। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট স্টিফেনস কলেজের অধ্যাপিকা নন্দিতা নারায়ণ সহ মানবাধিকার আন্দোলনের আরও অনেক বিশিষ্টজন। মোট স্বাক্ষরদাতা ১৩৫ জন।

তাঁরা চিঠিতে বেশ কিছু অভিযোগ তুলে ধরেছেন—যা অত্যন্ত গুরুতর। বলেছেন, কাশ্মীর থেকে শুরু করে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, দিল্লি সহ বিভিন্ন রাজ্যে মানুষের ন্যায়সঙ্গত প্রতিবাদকে, আন্দোলনকে, সরকারি নীতির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করার অধিকারকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক শক্তির দ্বারা দমন করা হচ্ছে।

যে সব সংবাদকর্মী এই অন্যায়গুলির বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানুষের সপক্ষে লিখছেন, তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন করা হচ্ছে, তাদের খুন করাও হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমের হাতিয়ারগুলো ধ্বংস করা হচ্ছে।

আদিবাসীদের জমি, বসতি উচ্ছেদ করে ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে একচেটিয়া কর্পোরেট মালিকগোষ্ঠীর খনি তৈরি করা হচ্ছে। প্রশাসনিক শক্তি দিয়ে এই সব এলাকার জনগণের ঘরবাড়ি ভেঙে দিয়ে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। এই সব এলাকায় সামরিক শিবির প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ওই সব জায়গায় স্থানীয় ভুক্তভোগীরা, যুবক-যুবতী, চাষিরা শান্তিপূর্ণভাবে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। আন্দোলন দমন করার জন্য সব ধরনের নিপীড়ন চলছে। গুলি চালিয়ে হত্যা করা চলছে। মাওবাদী, সন্ত্রাসী, বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে এদের দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে সাংবাদিকরা সত্য ঘটনা তুলে ধরছেন তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। ছত্তিশগড়ের শিলগড়ে পুলিশি অত্যাচারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ অবস্থানও রেহাই পায়নি। প্রতিবাদ সভা করার জন্য বৈধ অনুমতি নেওয়া থাকলেও কয়েক ঘণ্টা আগে হঠাৎ তা বাতিল করে দেওয়া হয়। দিল্লিতে যন্তরমন্তর হচ্ছে এমন একটা স্থান যেখানে ঐতিহ্যগত ভাবেই প্রতিবাদ সমাবেশ চলে আসছে। ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার দিবস উদযাপনের জন্য ১২ দিন আগে সভা করার আগাম অনুমতি থাকলেও শেষমুহূর্তে তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ২০টি সংগঠন মিলিত ভাবে এই ডাক দিলেও সরকারের কাছে তা গুরুত্বহীন। প্রতিবাদস্থল পুলিশ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। কোনও ব্যক্তি মালিকানাধীন এলাকায় বা হলে প্রতিবাদী সভা করার অনুমতি থাকলেও মালিককে এমনকি খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে, যাতে অনুমতি বাতিল করে।

শ্রীনগর বা শিলগড়ের মতো সারা দেশেই গণতান্ত্রিক অধিকার আজ বিপন্ন। শিলগড়ে গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে বক্তা ছিলেন জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হুসেন মাসুদি। হঠাৎ তা বন্ধ করে দেওয়া হল। সাংবাদিকরা নিষিদ্ধ হলেন। জমায়েত নিষিদ্ধ হওয়ায় ন্যূনতম বাকস্বাধীনতা, মতপ্রকাশের সুযোগ কেড়ে নেওয়া হল, প্রশাসনিক শক্তি এলাকা ঘিরে রেখে দিল।

যে কোনও গণপ্রতিবাদ, স্বাধীন মত প্রকাশ করলে সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী-নেতা, লেখক কেউ রেহাই পায় না। তাদের কখনও অপহরণ করা হয়, গায়েব করে দেওয়া হয়, খুন করে দেওয়া তো আছেই। বহু ক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার মিথ্যা গল্প প্রচার করে এনকাউন্টারের নামে গুলি করে মেরে ফেলা হয়।

দেশে এমন একটা অবস্থা— যা গণতন্ত্রের প্রাথমিক ও মৌলিক অধিকারগুলিকে অনায়াসে পদদলিত করছে। আইনসভা, বিচারবিভাগের আপেক্ষিক স্বাধীনতা ধ্বংস করে চূড়ান্ত প্রশাসনিক দৃঢ় কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গণতন্ত্রের নামে, পার্লামেন্টের ঠাটবাট বজায় রেখে এই যে ব্যবস্থা— তাকে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় কি? একচ্ছত্র সামরিক শাসনের চেয়ে গণতন্ত্রের আলখাল্লা চাপানো এই কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা অনেক ধূর্ততার সঙ্গে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করেছে। দিন দিন তাকে শক্তপোক্ত করা চলছে। তাই এইসব মানবাধিকার নেতা-কর্মীদের উত্থাপিত দাবিগুলি আজ কোটি কোটি সাধারণ মানুষের দাবি হয়ে উঠেছে।

প্রধান বিচারপতির কাছে এই সব অভিযোগের বিচার চেয়েছেন বিশিষ্টজনেরা। কিন্তু বিচারবিভাগও যেভাবে সরকারের কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে, তাতে কতটুকু সুবিচার মিলবে প্রশ্ন থেকেই যায়। কাজেই শেষ পর্যন্ত জনগণের আন্দোলন ছাড়া কোনও রাস্তা খোলা নেই।

স্মার্ট মিটার লাগাতে এসে আবার পিছু হটল বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি

ডিজিটাল মিটার সঠিকভাবে বিদ্যুৎ খরচের পরিমাপ করতে পারে। সেই মিটার থাকা সত্ত্বেও কেন নতুন স্মার্ট মিটার লাগানো হবে? ১০ জানুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদার ডাঙরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্মার্ট মিটার লাগাতে এসেছিল বন্টন কোম্পানি থেকে। খবর পেয়ে স্কুলের অভিভাবকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। প্রতিরোধের সামনে পড়ে বিদ্যুৎ-কর্মচারীরা স্মার্ট মিটার না লাগিয়েই ফিরে যেতে বাধ্য হন। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) গ্রাহকদের টাকা লুট করার যন্ত্র স্মার্ট মিটার প্রতিরোধে গ্রাহক প্রতিরোধ কমিটি গড়ার আহ্বান জানিয়েছে।

মহিলা কৃষকদের অনুদান বৃদ্ধি প্রধানমন্ত্রীর নয়া প্রতারণা

কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার ব্যবস্থা সরকার করতে পারেনি। ঘোষণা করেনি বহু ফসলের এমএসপি। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করে দেওয়ার সরকারি প্রতিশ্রুতি 'জুমলা' তথা মিথ্যাচার বলে প্রমাণিত হয়েছে। পাশাপাশি সার-বীজ-কীটনাশক সহ সব কৃষি উপকরণগুলিকে বেসরকারি মালিকদের ব্যবসার জন্য তুলে দেওয়ায় সেগুলির ব্যাপক দামবৃদ্ধি ঘটেছে। কৃষকদের সমস্যা মেটাতে সরকার চরম ব্যর্থ। এই অবস্থায় লোকসভা ভোটের মুখে দাঁড়িয়ে কৃষকদরদি সাজতে মোদি সরকার মহিলা কৃষকদের অনুদান পুরুষ কৃষকদের তুলনায় দ্বিগুণ করার ঘোষণা করেছে।

হঠাৎ মহিলা কৃষক কেন? সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়ের কথা বলছেন না কেন তাঁরা? এখানেই রয়েছে নয়া প্রতারণা। সরকারি তথ্য বলছে, সারা দেশে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষের ৬০ শতাংশই মহিলা। অথচ তাদের ১৩ শতাংশেরও কম জনের রয়েছে জমির মালিকানা। ফলে এই ঘোষণার দ্বারা বাস্তবে তেমন কোনও আর্থিক দায়িত্বই সরকারকে পালন করতে হবে না। অর্থাৎ ৮৭ শতাংশ মহিলা কৃষকই রয়ে গেলেন এই প্রকল্পের বাইরে।

তা হলে সরকার তা করল কেন? আসলে অনুদান দ্বিগুণ করে বছরে ১২ হাজার টাকা করার ঘোষণা আসন্ন নির্বাচনে কৃষক দরদের ফানুস ওড়াতে সাহায্য করবে। বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভোট কুড়নো যাবে। এই মতলব থেকেই তাদের এই ঘোষণা।

কী বলছেন কৃষকরা? অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রেণুপদ হালদার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'এটা লোকঠকানো চমক ছাড়া কিছু নয়। এতে কৃষকের প্রকৃত আয় বাড়বে না।' (সূত্র ঃ টেলিগ্রাফ, আনন্দবাজার ১০-১-২০২৪)

হরিয়ানায় মিড-ডে মিল কর্মীদের বেতন থেকে চিকিৎসা প্রিমিয়াম কাটার প্রতিবাদ

হরিয়ানার বিজেপি সরকার 'চিরায়ু যোজনা'-তে চিকিৎসার জন্য মিড-ডে মিল কর্মীদের কাছ থেকে বছরে ১৫০০ টাকা প্রিমিয়াম আদায় করছে। এর প্রতিবাদে এবং সমস্ত মিড-ডে মিল কর্মীদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, ১২ মাস কাজ, একের বেশি স্কুলকে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে কর্মরত রাঁধুনি ও হেল্পারদের ছাঁটাই না করা ইত্যাদি দাবিতে ১২ জানুয়ারি মিড-ডে মিল কার্যকর্তা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে হরিয়ানার শিক্ষা অধিকর্তার দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের সভাপতি রাজবালা।

সেতু অবরোধ করে বিক্ষোভ

অবিলম্বে শিলাবতী নদীর উপর পশ্চিম মেদিনীপুরের সাহেবঘাটে কংক্রিটের ব্রিজ নির্মাণ এবং ওই স্থানে সরকারিভাবে কাঠের ব্রিজ তৈরি করে বিনামূল্যে নদী পারাপারের ব্যবস্থা সহ অর্থের বিনিময়ে কাঠের সেতুর লিজের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রতিবাদে ১২ জানুয়ারি কাঠের সেতু সংলগ্ন গুড়লীতে এলাকার বাসিন্দারা অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। ওই উপলক্ষে বিবেকানন্দ, প্রদ্যোত ভট্টাচার্য, সূর্য সেনের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। বিক্ষুব্ধ জনসাধারণ আধ ঘণ্টা কাঠের সেতু অবরোধ করেন। স্থানীয় ছাত্রছাত্রী সহ এলাকার তিন শতাধিক ভুক্তভোগী জনসাধারণ কালীচক-বাড়গোবিন্দ হাইস্কুলে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে ব্রিজ সংলগ্ন গুড়লীতে অবস্থান বিক্ষোভে যোগ দেন।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

তিনের পাতার পর

থাকলেও তাকে সহ্য করা হচ্ছে, কারণ, ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থায় সুইজারল্যান্ড হল সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় সদস্য। জার্মানিতে সুইজারল্যান্ডের ধাঁচের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েমের অর্থ হবে পিছনের দিকে এক বিরাট লাফ। ছোট ছোট রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্র (ইউনিয়ন স্টেট) ও সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ (ইউনিটারি) রাষ্ট্রের মধ্যে দুটো বিষয়ে পার্থক্য আছে। এক, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিটি আলাদা রাষ্ট্রের, প্রত্যেকটি প্রদেশের নিজস্ব দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা এবং নিজস্ব বিচারব্যবস্থা আছে। দুই, একটা সরাসরি নির্বাচিত নিম্নকক্ষ (লোকসভা) -র পাশাপাশি, একটা রাজ্যসভাও (উচ্চকক্ষ) আছে। এই রাজ্যসভায় বিভিন্ন প্রদেশ ছোট হোক আর বড় হোক, প্রদেশ হিসাবে ভোট দেয়।

জার্মানিতে এই যুক্তরাষ্ট্র সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার উত্তরণকালীন পর্যায়ে আছে। এবং ১৮৬৬ ও ১৮৭০ সালে 'উপর থেকে যে বিপ্লব ঘটানো হয়েছে'[২] তাকে পিছনের দিকে ঠেলে না দিয়ে 'নিচের দিক থেকে আন্দোলন' করে অসমাপ্ত কাজটা শেষ করতে হবে।"

রাষ্ট্রের রূপ সম্পর্কে এঙ্গেলস কোনওমতেই নিস্পৃহ থাকেননি। বরং তিনি বিপরীত কাজটাই করেছেন। অত্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি রূপান্তরকালীন পর্যায়গুলিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। প্রতিটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে তিনি সুনির্দিষ্ট, ঐতিহাসিক, বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট রূপান্তরকালীন পর্যায়ে কী থেকে কী সৃষ্টি হয়েছে তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন।

মার্ক্সের মতো এঙ্গেলসও সর্বহারা বিপ্লব ও সর্বহারা শ্রেণির দৃষ্টিতে ঘটনাকে বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা এবং এক ও অবিভাজ্য প্রজাতন্ত্রকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র হয় একটা ব্যতিক্রম এবং বিকাশের পথে বাধা, না হয়, রাজতন্ত্র থেকে কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্রের দিকে যাওয়ার ক্ষেত্রে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র একটা উত্তরণকালীন পর্যায়, কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে এক ধাপ 'অগ্রগতি'। এই বিশেষ পরিস্থিতিগুলির মধ্যে তিনি জাতীয় প্রশ্নটিকে সামনে রেখেছেন।

মার্ক্সের মতো এঙ্গেলসও ক্ষমাহীন চিত্তে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের সমালোচনা করেছেন। কোনও কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে জাতীয় সমস্যার আবরণে যে রাষ্ট্রের এই প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র ঢেকে রাখা হয়, তারও সমালোচনা করেছেন। তা সত্ত্বেও মার্ক্স ও এঙ্গেলস কখনওই জাতীয় প্রশ্নকে এড়িয়ে চলার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। হল্যান্ড ও পোল্যান্ডের মার্ক্সবাদীরা 'তাঁদের' ছোট ছোট রাষ্ট্রের কূপমণ্ডুক সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বিরোধিতা করতে গিয়ে প্রায়ই এমন ইচ্ছা প্রকাশ করে ফেলেন।

এমনকি ব্রিটেনের কথাই যদি ধরা যায়, সেখানকার ভৌগোলিক পরিস্থিতি, একই ভাষার উপস্থিতি, বহু শতাব্দীর ইতিহাস দেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে জাতি সমস্যার প্রশ্নের 'অবসান ঘটিয়েছে' বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই ব্রিটেনেও যে জাতি সমস্যা আজও অতীতের বিষয় নয়, এঙ্গেলস এই সহজ বাস্তবকে মেনেছেন। এই যুক্তিতেই তিনি ব্রিটেনে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র গঠিত হলে 'এক ধাপ অগ্রগতি' হবে বলে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এঙ্গেলস যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সমালোচনা পরিত্যাগ করেছিলেন বা ঐক্যবদ্ধ, কেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষে দৃঢ়ভাবে প্রচার ও সংগ্রাম করেছিলেন, এর সামান্য ইঙ্গিত কোথাও পাওয়া যাবে না।

কিন্তু বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা, যাঁদের মধ্যে নৈরাজ্যবাদীরাও আছেন, যে ভাবে আমলাতান্ত্রিক অর্থে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাকে বুঝতেন, এঙ্গেলস সেই অর্থে তা বুঝতেন না। যে উদার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে কমিউন ও জেলাগুলো স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রের ঐক্য রক্ষা করে এবং সব ধরনের আমলাতন্ত্র ও উপর থেকে হুকুমদারির অবসান ঘটায়, এঙ্গেলসের কেন্দ্রিকতার ধারণা তার সামান্যতমও বিরোধী নয়। মার্ক্সবাদের রাষ্ট্র সংক্রান্ত ধারণার কর্মসূচিগত দিককে বিকশিত করে এঙ্গেলস লিখেছিলেন ঃ

"তাই, একটা কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্র চাই। কিন্তু তা বর্তমান ফরাসি প্রজাতন্ত্রের মতো হলে চলবে না। কারণ, ১৭৯৮ সালে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা সম্রাটহীন সাম্রাজ্য ছাড়া কিছু নয়। ১৭৯২ সাল থেকে ১৭৯৮ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের প্রতিটি বিভাগ, প্রতিটি কমিউন আমেরিকার মডেলে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। ঠিক এটাই আমাদের দরকার। কেমনভাবে স্বায়ত্তশাসন সংগঠিত করতে হবে, কেমনভাবে আমলাতন্ত্র ছাড়াই আমরা কাজ চালাতে পারি, তা প্রথমে আমেরিকা ও তারপর প্রথম ফরাসি প্রজাতন্ত্র দেখিয়েছে এবং এখনও তা দেখাচ্ছে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনের অন্যান্য উপনিবেশগুলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই ধরনের রাজ্য (আঞ্চলিক) এবং কমিউনের মাধ্যমে পরিচালিত স্বায়ত্বশাসন সুইস প্রজাতন্ত্রর চাইতে অনেক বেশি স্বাধীন। এটা সত্য যে, এই ব্যবস্থায় বুন্দ-এর (অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র) সাথে সম্পর্কের প্রশ্নে ক্যান্টন বা প্রদেশ অনেক বেশি স্বাধীন। একই সাথে প্রদেশ আবার জেলা ও কমিউনের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রেও স্বাধীন। প্রাদেশিক সরকার জেলা গভর্নর ও প্রিফেক্টদের নিয়োগ করে। ইংরেজি ভাষাভাষী দেশগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য অজানা। আমাদের দেশেও ভবিষ্যতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রুশিয়ার এই হুকুমদারি প্রথাকে আমাদের অবলুপ্ত করতে হবে (উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কমিশনার, জেলা পুলিশ প্রধান, গভর্নর, এবং সাধারণভাবে সমস্ত আমলা)।" তাই, কর্মসূচির স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কিত ধারায় এঙ্গেলস এই প্রস্তাব দিয়েছেন ঃ "সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রদেশ (গুর্বেনিয়া অঞ্চল) জেলা ও কমিউনের কর্মকর্তারা নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রনিযুক্ত সমস্ত স্থানীয় ও রাজ্যের আমলা পদ অবলুপ্ত করা হবে।"

কেরেনস্কি ও অন্যান্য 'সমাজতন্ত্রী' মন্ত্রীরা প্রাভদার প্রকাশ নিষিদ্ধ করেছেন। আমি এই প্রাভদাতেই (সংখ্যা ৬৮, ২৮ মে ১৯১৭) ইতিমধ্যে দেখিয়েছি, এই দিক থেকে (শুধু এই দিকই নয়, সব দিক থেকে) কীভাবে আমাদের মেকি বিপ্লবী, মেকি গণতন্ত্রের মেকি সমাজতন্ত্রী প্রতিনিধিরা গণতন্ত্র থেকে লজ্জাজনকভাবে দূরে সরে গেছেন। স্বাভাবিকভাবেই, যারা সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়াদের সাথে 'মৈত্রী বন্ধনে' আবদ্ধ হয়েছেন, তাঁরা এই সমালোচনায় কান দেননি।

এ কথা লক্ষ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, বিশেষভাবে পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদের মধ্যে যে কুসংস্কার ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে, এঙ্গেলস তথ্যের ভিত্তিতে একেবারে সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিয়ে তা খণ্ডন করেছেন। এই কুসংস্কার হল, কেন্দ্রীয় প্রজাতন্ত্র থেকে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রে বেশি স্বাধীনতা আছে। এটা সত্য নয়। এঙ্গেলস ১৭৯২-'৯৮ সালে কেন্দ্রীভূত ফরাসি প্রজাতন্ত্র ও সুইজারল্যান্ডের যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের উদাহরণ দিয়ে এই ধারণা খণ্ডন করে দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের তুলনায় যথার্থ গণতান্ত্রিকভাবে কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্র অনেক বেশি স্বাধীনতা দিয়েছিল। অন্য কথায় বলতে গেলে, ইতিহাসে স্থানীয়, রাজ্যগত ও অন্যান্য স্বাধীনতা সবচেয়ে বেশি দিয়েছে কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র নয়।

আমাদের প্রচার ও আন্দোলনে এই ঘটনার প্রতি আমরা যথেষ্ট মনোযোগ দিইনি, মনোযোগ দিচ্ছি না। মনোযোগ দিচ্ছি না যুক্তরাষ্ট্রীয় ও কেন্দ্রীভূত প্রজাতন্ত্র এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রতিও।

(চলবে)

১। এরফুর্ট কর্মসূচি হল জার্মান সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির ১৮৯১ সালে এরফুর্ট কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচি। এই কর্মসূচি ছিল ১৮৭৫-এর গোথা প্রোগ্রামের তুলনায় একধাপ অগ্রগতি। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার স্থান অধিগ্রহণ করতে হবে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাকে—মার্ক্সের এই মতবাদ ছিল এরফুর্ট কর্মসূচির ভিত্তি। এখানে শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক সংগ্রামের উপর জোর দেওয়া হয়, এই সংগ্রামের সংগঠক হিসাবে পার্টির ভূমিকার কথা বলা হয়। কিন্তু সর্বহারার একনায়কত্বের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এখানে কিছু বলা হয়নি।

২। ১৮৬৬-র অস্ট্রো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ ও ১৮৭০-এর ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। এই দুই যুদ্ধে প্রুশিয়ান সেনাবাহিনীর জোরে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি গঠিত হয়।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

মৃত্যুশতবর্ষে লেনিন-স্মরণ

ভোপাল ঃ মহান লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশের ভোপালের হিন্দি ভবনে ১৪ জানুয়ারি সভা। বক্তব্য রাখেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অরুণ সিং। সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল (ছবি বাঁ দিকে)। বারুইপুর ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগণার বারুইপুরে কমলা ক্লাব হলে ৬ জানুয়ারি 'বর্তমান সময়ে লেনিনবাদের প্রাসঙ্গিকতা' শীর্ষক সেমিনার হয়। বক্তব্য রাখেন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিষ্ণু চক্রবর্তী, সিপিআইএমএল লিবারেশনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড নবকুমার বিশ্বাস এবং এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন বিধায়ক কমরেড তরুণ নস্কর।

পরিবহন শ্রমিকের স্বীকৃতির দাবিতে মালদায় মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের সম্মেলন

রাতে মোটরভ্যান চলাচল নিষিদ্ধ করা ও পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে চালকদের লাইসেন্স, দুর্ঘটনাজনিত বিমা ও পরিবহন শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে ১০ জানুয়ারি এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের অষ্টম মালদা জেলা সম্মেলন সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হল মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে। সম্মেলনের আগে দেড় হাজারেরও বেশি মোটরভ্যান চালকের মিছিল টাউন হল থেকে শুরু হয়ে মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি অশোক দাস ও রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহা।

মোটরভ্যান চালকদের সমাগমে অডিটোরিয়াম উপচে পড়ে। বহু চালক দাঁড়িয়েই সম্মেলনে অংশ নেন। শুরুতে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন ইউনিয়নের জেলা সভাপতি অংশুধর মণ্ডল। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও মূল প্রস্তাব পেশ করেন ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক কার্তিক বর্মন। প্রতিবেদনের উপর বক্তব্য রাখেন মোটরভ্যান চালক মেসের আলি, সুজিত ঘোষ, সুরেশ বর্মন, রুইদাস সরকার প্রমুখ। ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি এবং এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, যখন ইউনিয়ন ছিল না, মোটরভ্যান চালকদের ধরপাকড় করা হচ্ছিল, জেলে পোরা হচ্ছিল, সেই সময় একমাত্র তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় শিক্ষিত এ আই ইউ টি ইউ সি কর্মীরা। আপনারা আজ এই সম্মেলনে এসেছেন বাঁচার প্রয়োজনে, বুঝেছেন এটা নিজেদের সংগঠন। পৃথিবীর ইতিহাস বলে শাসকরা, শোষকেরা শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে শোষিত শ্রেণি। ফলে ইউনিয়নকে শক্তিশালী করলেই মোটরভ্যান চলাচল অব্যাহত থাকবে। তিনি শ্রমিক মুক্তি আন্দোলনের মহান নেতা কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ পূর্তি সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য মোটরভ্যান চালকদের কাছে আহ্বান জানান। রাজ্য সম্পাদক জয়ন্ত সাহা জেলায় মোটরভ্যান ইউনিয়নকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক গোপাল দেবনাথ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্পাদক অমৃত বর্মন, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক আব্দুস সামাদ। সম্মেলনে অংশুধর মণ্ডলকে সভাপতি ও কার্তিক বর্মনকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ৫১ জনের মালদা জেলা কমিটি গঠিত হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শহিদ কনকলতা বরুয়া জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আসামের সর্বত্র আলোচনাসভা হয়। ৩ জানুয়ারি শিলচরে এআইডিএসও-র উদ্যোগে সভা। আলোচক ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ।

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের সুডায় বিক্ষোভ

১১ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী (কন্ট্রাকচুয়াল) ইউনিয়নের নেতৃত্বে পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি অফিস (সুডা), সল্টলেকে পাঁচ শতাধিক আশা কর্মী বিক্ষোভ দেখান।

পুলিশ সুডা অফিসের সামনে ব্যারিকেড করে রাস্তা আটকালে কর্মীরা রাস্তায় বসে বিক্ষোভ কর্মসূচি চালাতে থাকেন। ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদিকা কেকা পাল ও পৌলমী করঞ্জাই এর নেতৃত্বে ১০ জনের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সুডা ডিরেক্টর এবং জয়েন্ট ডিরেক্টর বৈঠকে বসেন। দীর্ঘক্ষণ আলোচনা শেষে কর্তৃপক্ষ জানান, বোনাসের বর্ধিত আটশো টাকা পৌরসভাগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি কোনও পৌরসভার কর্মীরা টাকা না পেয়ে থাকেন তাঁরা লিখিতভাবে সেই পৌরসভায় ডেপুটেশন দিন এবং রিসিভ কপি ইউনিয়নের মাধ্যমে সুডা অফিসে পাঠান। বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে ফাইল তৈরি হচ্ছে বলে তাঁরা জানান। বাকি অন্য সমস্যাগুলি তাঁরা শুনেছেন এবং বিবেচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। ইউনিয়নের রাজ্য যুগ্ম সম্পাদিকা কেকা পাল জানিয়েছেন, এক মাসের মধ্যে অবস্থার উন্নতি না হলে বৃহত্তর আন্দোলন, প্রয়োজনে কর্মবিরতি হবে।

কর্ণাটকে স্বাক্ষর সংগ্রহ

কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পক্ষ থেকে দেশ জুড়ে চলছে স্বাক্ষর সংগ্রহ। ছবি ঃ কর্ণাটকের গুলবর্গা

অমিতাভ চ্যাটার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা ১৩ থেকে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ থেকে মুদ্রিত
সম্পাদক অমিতাভ চ্যাটার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com